‘বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়’ শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: উন্নয়নশীল বিশ্বে তৃতীয় বা উন্নয়ন খাত হিসেবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নসহ গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে এনজিও’র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ সেবা ও সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে এনজিও কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। পরবর্তীতে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবেলা, পানি-স্যানিটেশন, ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা, শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ তৈরিসহ নানা ক্ষেত্রে এনজিও’র উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

টিআইবি’র জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ অনুসারে দেশের এনজিও খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার (৩৪.৯%) মধ্যে ৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যান্য খাতের তুলনায় (সার্বিকভাবে ৬৭.৮%) এ হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে বাংলাদেশের এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ সুশাসনের ঘাটতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিবেচনার দাবি রাখে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিওসমূহকে কাঠামোগত কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। এর মধ্যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের অযাচিত এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে বাংলাদেশে কার্যরত এনজিওসমূহে সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে এনজিও খাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সুশাসনের ঘাটতি (টিআইবি, ২০০৭); এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতি (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪) রয়েছে। এনজিও খাতের সুশাসন পরিস্থিতির ওপর টিআইবি’র পূর্ববর্তী (২০০৭) গবেষণার ধারাবাহিকতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এনজিও খাতের বর্তমান সুশাসন চর্চা তুলে ধরতে জন্য টিআইবি এই গবেষণা পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সার্বিকভাবে এনজিও’র অভ্যন্তরীণ সুশাসন পরিস্থিতি সম্পর্কে তদারকি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদেরকে ধারণা প্রদান এবং সুশাসনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে তাদের ভূমিকা শক্তিশালী করার পাশাপাশি গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রদান করতে টিআইবি বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতের অভ্যন্তরীন সুশাসন পর্যালোচনা করা। এছাড়া বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের সুশাসনের চর্চাসমূহ পর্যালোচনা করা এবং এনজিওসমূহের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি এনজিওসমূহে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত পদ্ধতি ও তথ্যের ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে সংগৃহীত ৭৮১টি এনজিও’র তালিকা (২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত) থেকে সেগুলোর ধরন (স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক), অনুদানের পরিমাণ এবং স্থানীয় এনজিও’র ক্ষেত্রে বিভাগীয় অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পদ্ধতিগত দৈবচয়নের মাধ্যমে মোট ৫০টি এনজিও (৬.৪%) নির্বাচন করা হয়। তথ্য সংগ্রহে দু’টি এনজিও’র পক্ষ থেকে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ এ গবেষণাটি ৪৮টি এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন--স্থানীয় ১৫টি, জাতীয় ২৪টি এবং আন্তর্জাতিক ৯টি। উল্লেখ্য, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ করে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নিরপেক্ষ গবেষক-মূল্যায়নকারী-নিরীক্ষক-পরামর্শক, সাংবাদিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত এনজিও’র পরিচালনা পরিষদ সদস্য, প্রধান নির্বাহী বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচিত এনজিও’র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা (অর্থ ও প্রশাসন, মানবসম্পদ, নিরীক্ষা, প্রকল্প/কর্মসূচি, পরিবীক্ষণ), মধ্যম ও কনিষ্ঠ সারির কর্মকর্তা, মাঠকর্মী দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ফোকাস দল আলোচনায় নির্বাচিত এনজিও’র প্রত্যক্ষ উপকারভোগীরা অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন এনজিও এর প্রধান নির্বাহী বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা দলের মনোনীত কর্মকর্তাগণ ফরম্যাট পূরণ করেছেন। পরোক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বাছাইকৃত এনজিও’র বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওসমূহের ২০১৪-২০১৬ সময়কার সুশাসন পরিস্থিতি এ গবেষণায় বিবেচিত হয়েছে। অক্টোবর ২০১৬ - মে ২০১৭ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: মূলত চারটি সূচকের ভিত্তিতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন, স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার, প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদনের পরিমাপক হিসেবে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকা, কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি, কর্মসূচি বাস্তবায়ন; স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচারের পরিমাপক হিসেবে সংস্থার সাধারণ তথ্যের উন্মুক্ততা, পরিকল্পনা ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা, উপকারভোগী নির্বাচনে উন্মুক্ততা, নিয়োগ, ক্রয় ও আর্থিক লেনেদেনে নিয়ম ও চর্চা; প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণের পরিমাপক হিসেবে পরিচালনা পরিষদ গঠন, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে কমিউনিটির চাহিদার প্রতিফলন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মীদের মতামত গ্রহণ, পরিচালনা পরিষদে উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব, উপকারভোগী নির্বাচন ও কর্মসূচি গ্রহণ প্রক্রিয়া; এবং জবাবদিহিতার পরিমাপক হিসেবে তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে প্রতিবেদন পেশ, নিরীক্ষা নীতিমালা ও চর্চা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা, প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি, অভিযোগ ও সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগীদের প্রশ্ন ও পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন-২০১৬ এর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার বিষয় এই গবেষণায় পর্যলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এনজিও খাতের সুশাসন পরিস্থিতির ওপর টিআইবি পরিচালিত ২০০৭ এবং ২০১৭ এর দু'টি গবেষণার তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায়, এনজিও খাতে সুশাসনের কিছু ইতিবাচক চর্চা যেমন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন, স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার এবং জবাবদিহিতা এর ক্ষেত্রে কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থার চর্চা, জেন্ডার সংবেদনশীলতার নীতি ও চর্চা হিসাব ও নিরীক্ষা তথ্য প্রকাশ এবং তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে এখনও সুশাসন চর্চার উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের বেশ কিছু ইতিবাচক চর্চা অর্জিত হয়েছে, তবে এখনও উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে সুশাসন চর্চার উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এনজিওগুলোর অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা এবং তদারকি প্রতিষ্ঠান ও অনুদানপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নানা ধরনের কাঠামোগত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তবে সেগুলোর আরও কার্যকর প্রয়োগের যথেষ্ঠ অবকাশ রয়েছে। এনজিওগুলোর অভ্যন্তরে সুশাসনের ঘাটতির কারণ হিসেবে তদারকি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের অনিয়ম-দুর্নীতি, সংশ্লিষ্ট আইনে দুর্বলতা, দুর্বল পরিচালনা পরিষদ গঠন, সমন্বয়-পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন-নিরীক্ষার ঘাটতি, স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের একাংশের অযাচিত প্রভাব, এনজিওসমূহের অনুদান নির্ভরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। সুশাসনের চিহ্নিত বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে অগ্রগতি হলে এনজিও কর্মকাণ্ডের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আরও কার্যকরভাবে অর্জিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে; ফলে এনজিও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এনজিও, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উদ্দেশ্যে টিআইবি ১৯ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো-অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ বিশেষ করে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার যথাযথ প্রয়োগ; নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রণোদনা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা। স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত এবং নাগরিক সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন বিশেষ করে এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিধি নির্ধারণসহ 'গভার্ন্যান্স ম্যানুয়াল' প্রণয়ন করা। পরিচালনা পরিষদের কাছে নির্বাহী ব্যবস্থাপনার কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল নিয়োগ করা। এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর জন্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে - প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যালয় পরিদর্শনের নামে নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদনের সময় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যেমন-জড়িত এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর বৈষম্যমূলক ও অস্পষ্ট ধারাসমূহ সংস্কার করা এবং বিধিমালা চূড়ান্ত করা। ভিন্ন ভিন্ন এনজিও কর্তৃক একই এলাকায় একই ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে একই উপকারভোগী নির্বাচন বা দ্বৈততা বন্ধে এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। এনজিওদের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের খসড়া কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের জন্য

সুপারিশের মধ্যে রয়েছে-বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ করা যাতে এনজিওদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করা যায় এবং সংস্থার নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানি বন্ধ করা। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে- প্রত্যেক প্রকল্পের মধ্যে 'সুশাসন কম্পোনেন্ট' রাখা ও তা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন জোরদার করতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সকল এনজিও সম্পর্কে এ গবেষণার ফলাফল সমানভাবে প্রযোজ্য নয়; তবে গবেষণার ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ এনজিওসমূহে বিদ্যমান সুশাসন পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত